পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org,
E-mail : wbcuta@yahoo.in

সার্কুলার- ১০/২০১৭ তারিখ : ৩১-০৭-২০১৭

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

গত ৯ নম্বর সার্কুলারে (১-৭-২০১৭) আপনাদের জানিয়েছিলাম রাজ্য সরকারের শিক্ষা আইন নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনগুলির সাথে যৌথ ভাবে আইনী প্রক্রিয়া চালু করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাদের জানাই ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে কয়েকজন বন্ধুকে সাথী করে অধ্যাপক সমিতি এই লড়াই শুরু করে দিয়েছে। আইনের বেশ কিছু বিপজ্জনক ধারা বাতিলের দাবি উল্লেখ করে রীট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে এই মামলা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রী কল্লোল বসু ও সহযোগী আইনজীবি বন্ধুগণ। গত ২৯-০৭-২০১৭ কর্মসমিতির সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতিগণ এই মামলায় আবেদনকারী হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। প্রয়োজনে এটি অতিরিক্ত একটি আপিল হিসাবে রীট পিটিশন সহ মূল মামলার সঙ্গে যুক্ত হবে। আইনজীবিগণ আমাদের সেই পরামর্শ দিয়েছেন। তদনুযায়ী আমরা কাগজ পত্র তৈরি করছি।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই মামলা দুটি পরিচালনা করা সময়ের তাগিদ মেনে যেমন জরুরী ঠিক তেমনই ব্যয়বহুলও বটে। এরজন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে সংগ্রাম তহবিল গড়ে তোলা জরুরী। আমরা গত সার্কুলারে সমিতির পক্ষ থেকে এই সংগ্রাম তহবিলে ন্যুনতম ৩০০/- টাকা অনুদান দেওয়ার জন্য সবার কাছে অনুরোধ করেছি। আশাকরি এই আবেদনের গুরুত্ব যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করে আপনারা দ্রুত অর্থ সংগ্রহ করে সমিতির দপ্তরে জমা দেবেন। ৩০০/- টাকা ও ৫০০/- টাকার কুপন সমিতির দপ্তরে পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজন মত আপনারা অগ্রিম সংগ্রহ করে নিন। ইতিমধ্যে যে সমস্ত ইউনিট থেকে সংগ্রাম তহবিলে অর্থ জমা পড়েছে সেই ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত সদস্য বন্ধুদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গত জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সরকারী আদেশনামা বলে **UGC REGULATION** -এর ৪র্থ সংশোধন কার্যকর করার অজুহাত খাড়া করে সমস্ত প্রমোশন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শিক্ষাদপ্তর বন্ধ করে রেখেছে। আমরা বারংবার মাননীয় মন্ত্রী ও **DPI** কে অনুরোধ জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। ইতিমধ্যে শিক্ষাদপ্তরে নতুন সচিব যোগ দিয়েছেন। আমরা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে সাক্ষাতের সময় চেয়েছি এই বিষয়টি সহ আরো কয়েকটি অমীমাংসিত দাবি নিয়ে আলোচনার জন্য। সাক্ষাতের সময় পেলে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবো। ইতিমধ্যে দ্রুত বকেয়া প্রমোশনগুলি মীমাংসা করার দাবি সহ একটি চিঠি **DPI** কে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা চিঠির কপি ওয়েবসাইটের মারফৎ জানিয়ে দেবো।

সপ্তম পে-কমিশনের জন্য গঠিত **UGC Pay Review Committee** -র সুপারিশ প্রকাশ ও তদনুযায়ী নতুন বেতনক্রম দ্রুত চালুর দাবিতে গত ২৪শে জুলাই ২০১৭ **AIFUCTO** র ডাকে দিল্লীর যন্তর মন্তরে এক বিশাল ধর্ণা ও মিছিল কর্মসূচী সংগঠিত হয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বেশ কিছু বন্ধু এবং কিছু আজীবন সদস্যও এতে যোগ দিয়েছেন। ঐদিন বিকালে অনুষ্ঠিত **NEC Meeting** -এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী ২২ আগষ্ট, ২০১৭ মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতে একযোগে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কালাদিবস পালন করা হবে। অধ্যাপক সমিতি গত কর্মসমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই দিনটিতে কলকাতা সহ সারা রাজ্যে প্রতিবাদ, ধর্ণা সহ কালাদিবস পালন করা হবে। সমিতির অনুরোধ উত্তরবঙ্গে দাজিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার বন্ধুরা একযোগে ঐদিন শিলিগুড়ি শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করুক। একই ভাবে মালদা শহরে মালদা ও দুই দিনাজপুর কর্মসূচি নিক। মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া কল্যাণীতে এবং বর্ধমান, বাকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম, বর্ধমান শহরে কর্মসূচি করুক। দক্ষিনবঙ্গে বাকী সবকটি জেলা কলকাতায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। ২২ আগষ্ট কালাদিবস পালনের জন্য বিশেষ ব্যাজ সমিতির পক্ষ থেকে তৈরি করা হচ্ছে, আমরা দ্রুত সেগুলি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

AIFUCTO আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে কোনো আশানুরূপ সদর্থক সাড়া না পাওয়া গেলে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ অর্থাৎ 'শিক্ষক দিবস' - এর দিন মর্যাদার সঙ্গে সর্বস্তরের শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব পালনের অধিকার রক্ষার দাবিতে দিল্লীতে এক ঐতিহাসিক ধর্ণা ও জেল ভরো কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচীতে চুক্তিভিত্তিক, আংশিক ও অতিথি অধ্যাপকগণও ব্যাপক সংখ্যায় যাতে যোগ দেন সেই বিষয়ে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সকল শিক্ষকদের 'সমকাজে সমবেতন' সহ মর্যাদার সঙ্গে কাজের অধিকার রক্ষা এই আন্দোলন কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি। আমাদের রাজ্য থেকে প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট থেকে ন্যুনতম একজন যাতে ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লীর কর্মসূচিতে অংশ নেন সেবিষয়ে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রয়োজনে জেলা কমিটিগুলি দ্রুত বর্ধিত সভা ডেকে বিষয়টি কার্যকর করবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন জেলা থেকে কতজন বন্ধু দিল্লী যাচ্ছেন তার নাম ও সংশ্লিষ্ট কলেজসহ পুর্ণাঙ্গ তালিকা ৩১ আগষ্টের মধ্যে সমিতির দপ্তরে জমা দিতে অনুরোধ করছি। সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করার প্রশ্নে উপরোক্ত দুটি কর্মসূচীর গুরুত্ব অপরিসীম। আশাকরি সমিতির বন্ধুরা সেইমত সাড়া দেবেন।

কর্মসমিতির গত সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে আপনাদের জানাই যে অধ্যাপক সমিতি একানব্বই তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৫ নভেম্বর, ২০১৭ রবিবার কলকাতা মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে ৪ঠা নভেম্বর, ২০১৭ একটি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসমিতির সদস্যবন্ধুদের নিয়ে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে। আমাদের যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় এই অভ্যর্থনা সমিতির আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করবেন। এই বিষয়ে কর্মসূচি আগষ্ট মাসের মধ্যে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

অভিনন্দন সহ -

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নং ৯৪৩৩৮-২০৬১০